৯/৮/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ২ ..... কলাম ..... ৩ .....

ভোরের কাগজ

ঢা.বিতে ছাত্রদলের ধর্মঘট আংশিক প্রত্যাহারের ঘোষণা

৪ হলে নেতাকর্মী তোলার শর্ত মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ❑ সব হলের শর্ত মানলে পুরো প্রত্যাহার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থার অবসান হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদল নেতাদের গতকাল সফল আলোচনার পর আজ কর্তৃপক্ষ উত্তরপাড়ার চারটি হলে ছাত্রদলের বিতাড়িত নেতাকর্মীদের হলে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করায় ছাত্রদল ধর্মঘট আংশিক প্রত্যাহারে রাজি হয়েছে। পরবর্তীকালে সকল হল খালি করে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের তুলে দেওয়া হলে ধর্মঘট পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল।

এদিকে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে ধর্মঘটের আওতামুক্ত করলেও, ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা ভেবে কর্তৃপক্ষ ১৪ আগস্ট পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। এর ফলে গত ২৯ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ২০০টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আগামী ১৬ আগস্ট থেকে পরিবর্তিত নতুন রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গত ১৬ জুন নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা হামলার ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব হল থেকে ছাত্রদলের

● এরপর-পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢা.বিতে ছাত্রদলের ধর্মঘট আংশিক প্রত্যাহারের ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের বের করে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে আজ হলে তুলে দেওয়ার শর্তে ছাত্রদল আগামী ১১ আগস্ট শনিবার থেকে ধর্মঘট আংশিক প্রত্যাহার করবে।

১৬ জুনের ঐ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু, জিয়া, জসীমউদদীন এবং সূর্যসেন হল থেকে শতাধিক ছাত্রদল কর্মীকে ছাত্রলীগ জোরপূর্বক বের করে দেয় বলে ছাত্রদল সূত্র জানায়।

সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট এবং হাউস টিউটরদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদলের ঐ সব বিতাড়িত কর্মীদের আজ হলে ওঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদল নেতাদের কাছে বিতাড়িত কর্মীদের তালিকা চেয়েছে। ছাত্রদল সূত্র জানায়, গতকাল রাতে বা আজ সকালে কর্তৃপক্ষের কাছে এই তালিকা সরবরাহ করবে।

আংশিক ধর্মঘট প্রত্যাহারের ফলে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, হল অফিস, বিভাগীয় অফিস এবং রেজিস্ট্রার বিল্ডিং খোলা থাকবে। তবে ক্লাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে। পুরোপুরি ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য জানানো হয়েছে। অবিলম্বে সকল হল খালি করে ছাত্রদলের বিতাড়িত নেতাকর্মীদের হলে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ছাত্রদল নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টু, সাহাবুদ্দীন লাল্টু, এবিএম মোশাররফ, মনির হোসেন, মোস্তাফিজুল ইসলাম, মামুন এবং আসাদুজ্জামানের সঙ্গে সংকট নিরসনে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর চলমান অচলাবস্থা নিরসনে ছাত্রদল এবং কর্তৃপক্ষ এই সমঝোতায় আসে। সবগুলো হল খালি করে ছাত্রদলের বিতাড়িত কর্মীদের হলে তোলার ব্যাপারে ছাত্রদল আরো দাবি জানিয়েছে, যারা এতোদিন হলে না আসার কারণে কার্ড করাতে পারেনি বা হলের আবাসিক বরাদ্দ পায়নি ছাত্রদলের ঐসব কর্মীদেরও হলে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গতকাল এক জরুরি সভায় আগামী ১৫ তারিখ পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী শনিবার থেকে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ধর্মঘটের আওতামুক্ত হলেও কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে পরীক্ষা নেওয়া হলে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হবে এ কথা ভেবে আরো এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছেন পরীক্ষা।

এদিকে সকল হল খালি করার প্রক্রিয়া কবে করা হবে সে ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সিন্ডিকেট পরিবেশ পরিষদের সভা আহ্বান করেছে আগামী ১১ আগস্ট।

হল খালি করার সময় কারা কারা উপস্থিত থাকবেন এবং হলে উঠার পর ছাত্র সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার নীতিমালা নিয়েও পরিবেশ পরিষদের সভায় আলোচনা হবে বলে জানা যায়।

এদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্য জানান, হল খালি করে ছাত্রদলের কর্মীদের হলে ওঠানোর সময় প্রত্যেক ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হলে ওঠানোর প্রক্রিয়া দেখতে হলে হলে যেতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে কোনো ছাত্র সংগঠন কোনো প্রকার শো-ডাউন করতে পারবে না।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের গতকালের সভায় রাষ্ট্রপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সফল অস্ত্রোপাচার হওয়ায় শোকরিয়া জানিয়ে বলা হয়েছে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাকে জাতীয় ঐক্যের এবং জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে দেখে।

কবে নাগাদ ধর্মগট পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেবেন এ প্রশ্নের জবাবে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, কর্তৃপক্ষ যদি শনিবারের মধ্যে সকল হল খালি করে আমাদের কর্মীদের তুলে দেয় তা হলে রোববার থেকেই আমরা ধর্মঘট পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেবো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের ব্যাপারে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, আমি খুব অভিভূত বা আনন্দিত হইনি, কারণ ধর্মঘটের ফলে ছাত্রছাত্রীদের জীবন থেকে ৬ মাস ঝরে গেলো। তবে আমি আশ্বস্ত হয়েছি পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায়।